রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৪ সনের ৪৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৪, ২০১৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭১৭—৭৩৩
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৬৯৯—১৭৪১
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৬৭—২১৯৭
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৫৯
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়,

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

পরিচালনা পর্ষদ ও সমন্বয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ জুলাই ২০১৪

নং ৫৩.০০১.০১৯.০০.০০.০০১.২০১১-৩৩৫—সোনালী ব্যাংক (ইউ. কে) লিমিটেড এর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

১. প্রেক্ষাপট ঃ

বাংলাদেশ সরকার ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের যৌথ মালিকানায় ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যে অবস্থিত " সোনালী ব্যাংক (ইউ. কে) লিমিটেড" একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক কোম্পানী। এ ব্যাংক কোম্পানীর ৫১% মালিকানা সরকারের এবং ৪৯% মালিকানা সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের। উক্ত ব্যাংকে বর্তমানে বলবৎ Human Resource Policy (HRP) অনুযায়ী জেনারেল ম্যানেজার পদমর্যাদার একজন চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) এবং সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার পদমর্যাদার ০৫ (পাঁচ) জনসহ সর্বমোট ০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা বাংলাদেশ হতে নিয়োগযোগ্য।

সোনালী ব্যাংক (ইউকে) লিঃ রেমিট্যান্স, ওয়েজ আর্নার্স, ডেভেলপমেন্ট বন্ড ইস্যু, ট্রেড ফিন্যান্স, আমানত সংগ্রহ, মুদ্রা বাজার পরিচালনা, ঋণ প্রদান, ট্রেজারী সংক্রান্ত কার্যাবলী, করেসপনডেন্ট ব্যাংকিং ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। বর্তমান ব্যাংটির ব্যবসায়িক স্ট্র্যাটিজি পরিবর্তন এবং ব্যবসায়িক প্ল্যান অনুযায়ী রিটেইল ব্যাংকিং এর পাশাপাশি হোলসেল ব্যাংকিং-এর দিকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। Trade Finance Business এবং Structured Trade Finance Lending এর উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের Prudential Regulatory Authority (PRA) ও Financial Conduct Authority (FCA) নিয়মিত ব্যাংটি পরিদর্শন করে থাকে। এতে ব্যাংকটির Governance এর মানও যাচাই করা হয়ে থাকে। এছাড়া, অন্যান্যের মধ্যে এ পরিদর্শনের উদ্দেশ্য থাকে

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

ব্যাংকটির নির্বাহীগণ ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে " fit and proper" কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা। ব্যাংকটি যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত সেদেশের ব্যাংকিং নিয়ম কানুনের আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে, উক্ত ব্যাংকে নিয়োগকৃত কর্মকর্তাগণের যুক্তরাজ্যে ব্যাংকিং সংক্রান্ত আইন/বিধি/পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এছাড়া ব্যাংকে নিয়োজিত শ্বেতাংগ ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও রেগুলেটরদের সাথে ইংরেজিতে Written ও Verbal communication এর যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, ব্যাংকের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে উপযুক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণকে বাংলাদেশ হতে উক্ত ব্যাংকে নিয়োগ প্রদান করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র মালিকানাধীন চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে যোগ্যতা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা বাছাই করে এরূপ নিয়োগ প্রদান করার লক্ষ্যে একটি নীতিমালার প্রয়োজন বিবেচনায় বিবেচ্য নীতিমালাটি প্রনয়ন করা হলো।

২. যেসব ব্যাংক হতে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে ঃ

জেনারেল ম্যানেজার পদমর্যাদার চীফ এক্সিকিটিভ অফিসার পদে রাষ্ট্র মালিকানাধীন চারটি বাণিজ্যেক ব্যাংকের (সেনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক লিঃ) কর্মকর্তাগণ হতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার/সমপদমর্যাদার ০৫ টি পদের মধ্যে ২টি পদ সোনালী ব্যাংক লিঃ এর কর্মকর্তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বাকি ০৩টি পদ বর্ণিত চারটি ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ হতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। সোনালী ব্যাংক লিঃ-এর কর্মকর্তাগণের জন্য সংরক্ষিত পদসমূহে/কোন পদে উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা না পাওয়া গেলে অন্য তিনটি ব্যাংক হতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উক্ত পদসমূহে/পদে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে।

৩. বাছাই কমিটি ঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব-এর সভাপতিত্বে সোনালী ব্যাং লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা, বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্ণর, ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একজন অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব এবং সোনালী ব্যাংক লিঃ এর একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সদস্য সচিব) এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক বর্ণিত নিয়োগের বাছাই প্রক্রিয়া সম্পাদিত হবে। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদ ব্যতীত অন্যান্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক (ইউ.কে) লিঃ এর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এ কমিটির একজন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৪. কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদায়ন ঃ

(ক) সিইও এবং অপরাপর কর্মকর্তাগণের বাছাই প্রক্রিয়া কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত হওয়ার পর কমিটির সদস্য সচিব সুপারিশসহ কার্যবিবরণী অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করবেন।

(খ) উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির পর মাননীয় অর্থমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নিয়োগ/পদায়ন আদেশ জারী করবে।

৫. সাচিবিক দায়িত্বঃ

কমিটির সদস্য সচিব সোনালী ব্যাংক লিঃ হতে আবেদনপত্র আহবান করবেন। তিনি প্রার্থীগণের বিগত ৫ বছরের এসিআর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে সংগ্রহ করবেন। বর্ণিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাচিবিক দায়িত্ব সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বহন করা হবে।

৬. প্রার্থীগণের যোগ্যতাঃ

বর্ণিত পদসমূহের জন্য আবেদনকারীগণের নিম্নরূপ যোগ্যতা আবশ্যিকভাবে থাকতে হবেঃ

(১) সিইও পদের জন্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের (সোনালী /জনতা/ অগ্রণী/রূপালী ব্যাংক লিঃ) যে কোন একটিতে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত থাকতে হবে;

(২) সোনালী ব্যাংক লিঃ-এর জন্য সংরক্ষিত অন্যান্য কর্মকর্তার ০২টি পদ ব্যতীত বাকি ০৩টি পদের জন্য রাষ্ট্রমালিকানাধীন চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের (সোনালী/ জনতা/অগ্রণী/রূপালী ব্যাংক লিঃ) যে কোন একটিতে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার/সমপদমর্যাদার পদে কর্মরত থাকতে হবে। সোনালী ব্যাংক লিঃ এর জন্য সংরক্ষিত ০২টি পদের জন্য উক্ত ব্যাংকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার/সমমর্যাদার পদে কর্মরত থাকতে হবে;

(৩) সিইও পদের জন্য দরখাস্ত আহবানের তারিখে ন্যূনতম ৩ বছর এবং অন্যান্য পদের জন্য ন্যূনতম ১০ বছর অবশিষ্ট চাকুরিকাল থাকতে হবে;

(৪) যে কোন কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ ব্যাংকিং ডিপ্লোমা থাকতে হবে। ব্যবসা প্রশাসন, জনপ্রশাসন, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স, অর্থনীতিতে ডিগ্রীধারীগণ অগ্রাধিকার পাবেন;

(৫) কোন পর্যায়ের পরীক্ষায়ই তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হবে না;

(৬) ১ জানুয়ারি, ১৯৯২ তারিখের পর যদি কোন কর্মকর্তার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তার ফলে তাঁর সন্তান সংখ্যা ২ এর বেশী হয়, তবে তিনি বিবেচিত হবেন না;

(৭) IELTS পরীক্ষায় ন্যূনতম ৬.০০ স্কোর থাকতে হবে।

৭. আবেদনকারীগণ কর্তৃক তথ্য/প্রমাণপত্রাদি দাখিল ঃ

আবেদনকারীগণকে আবেদনপত্রের সাথে নিম্নরূপ তথ্য/প্রমাণপত্রাদি দাখিল করতে হবে।

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ (সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ছায়ালিপিসহ)ঃ

পরীক্ষা/ডিগ্রীর নাম	পাশের সাল	বিশ্ববিদ্যালয়/ বোর্ড	প্রাপ্ত শ্রেণী/ গ্রেড

(খ) প্রফেশনাল ডিগ্রী/পিএইচডি/অন্যান্য সার্টিফিকেটের (যদি থাকে) সত্যায়িত ছায়ালিপি;

(গ) মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যে সব বিভাগে (Division/ Department দায়িত্ব পালন করেছেন তার বর্ণনা (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়নকৃত);

(ঘ) রেমিট্যান্স, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং মানি লন্ডারিং সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার (যদি থাকে) সত্যায়িত ছায়ালিপি;

(ঙ) IELTS সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ছায়ালিপি;

(চ) চাকুরী জীবনে অপরাধ ও শাস্তি ভোগ করেছেন কি না ? করে থাকলে তার বিবরণ (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত);

৮. নম্বর বন্টনঃ

বর্ণিত নিয়োগের লক্ষ্যে বিভিন্ন পেশাগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর এবং এ লক্ষ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রার্থীদের সাক্ষাতকারের উপর নিম্নরূপভাবে নম্বর বন্টন করা হবেঃ

(ক) **শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা ঃ**	**সর্বোচ্চ নম্বর**
(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা (প্রতিটি প্রথম বিভাগ/ শেণীর জন্য ২.৫ নম্বর এবং প্রতিটি দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণীর জন্য ২ নম্বর)	১০
(২) ব্যাংকিং ডিপ্লোমা (প্রথম পর্ব ২ নম্বর দ্বিতীয় পর্ব ৩ নম্বর)	৫
(৩) Foreign Trade/Foreign Exchange/ Treasury Management ডিভিশনে কাজের অভিজ্ঞতা (প্রতি বছরের জন্য ৩ নম্বর এবং বছরের ভগ্নাংশের জন্য ১.০ নম্বর করে প্রদেয়)	১৫
(৪) রেমিট্যান্স, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থায়ন, বৈদেশিক মুদ্র নিয়ন্ত্রণ এবং মানি লন্ডারিং প্রশিক্ষণ থাকলে (প্রতি প্রশিক্ষণের জন্য সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে ১.২৫ নম্বর করে প্রদেয়)	৫
(৫) IELTS এ প্রাপ্ত নম্বর (কমপক্ষে ৬ স্কোর থাকলে ১০ নম্বর, ৬ এর বেশী ও ৭ এর কম স্কোর থাকলে ১৫ নম্বর, ৭ বা তার বেশী স্কোর থাকলে ২০ নম্বর)	২০
(৬) এসিআর (প্রতি বছর ৯৫ বা তার বেশী নম্বর থাকলে ৩ নম্বর, ৯০ হতে ৯৪ নম্বর থাকলে ২ নম্বর এবং ৯০ এর কম নম্বর থাকলে ১ নম্বর)	১৫
	উপমোট=৭০
(খ) আইটি সম্পর্কিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা (ব্যবহারিক)	১০
(গ) **সাক্ষাতকার**	
১. রেমিটেন্স সংক্রান্ত ধারণা	
২. যুক্তরাজ্যের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা	
৩. International Trade Finance এবং Foreign Exchange Management সম্পর্কে ধারণা;	
৪. ব্যক্তিত্ব, উপস্থাপনা ও প্রকাশ করার ক্ষমতা;	
	উপমোট=২০
	সর্বমোট=১০০

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপ-সচিব।

চুক্তি ও পুঁজি বিনিয়োগ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ জুলাই ২০১৪

নং ৫৩.০১৩.০১১.০০.০০.০৯৬.২০০৮-১০১—সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) এর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৪৩ ও ৪৫ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী উক্ত কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে জনাব মাহবুব আহমেদ, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পরিচালক ও ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান
সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ১০ আগস্ট ২০১৪

নং আর-৬/৭এন-১৩৮/২০১৩-১১৮৫—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মুসলিম উদ্দিন, পিতা মরহুম আলহাজ্ব ওসমান গণিকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-০৯/২০১৪**—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মাজেদ জাহাঙ্গীর, পিতা মোঃ আব্দুল বারেক, মাতা-রওশন আরা বেগমকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ১৪ আগস্ট ২০১৪

নং আর-৬/৭এন-১৯/২০১৪-১১৮৯—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব এফ.এম. রশিদুজ্জামান, পিতা মরহুম এফ.এম. রিজাউল হক, মাতা-মরহুমা হায়াতন নেছাকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-১২/২০১৪-১১৯১—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার, পিতা মরহুম মহাম্মাদ হাওলাদার, মাতা-ফয়জুর নেছাকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২০ জুলাই ২০১৪

নং **বিচার-৭/২এন-৬২/২০১৩-৩৮২**—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব কার্তিক চন্দ্র পাল, পিতা মৃত সহদেব চন্দ্র পাল, মাতা মঞ্জু রানী পাল, গ্রাম কমলাপুর, ডাকঘর আলমগী দূর্গাপুর, উপজেলা হাইমচর, জেলা চাঁদপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ২২ জুলাই ২০১৪

নং **বিচার-৭/২এন-৭৩/৭৮-৩৯১**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, পিতা- মোঃ মোহন মিয়া, মাতা-আলেয়া বেগম, গ্রাম কাগাতুয়া, ডাকঘর পাঁকগাজীপুর, উপজেলা মুরাদনগর, জেলা কুমিল্লা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার ০৭নং বাঙ্গরা পশ্চিম ইউনিয়ন এলাকার জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৮ শ্রাবণ ১৪২১/২৩ জুলাই ২০১৪

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৩০.১৪.৪২৮—চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের

আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্যাকেজ প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপভাবে **'পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান বাছাই কমিটি'** গঠন করা হলো:

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, প্রধান নির্বাহী, বিএফটিআই

(৩) দেওয়ান নজরুল, চলচ্চিত্র পরিচালক

(৪) জনাব জাকির হোসেন রাজু, চলচ্চিত্র পরিচালক

(৫) ড. সাজেদুল আউয়াল, চলচ্চিত্র গবেষক ও শিক্ষক

(৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি

সদস্য-সচিব

(৭) যুগ্মসচিব/উপ-সচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

২। **কমিটির কার্যপরিধি:**

(ক) অনুদান প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত 'উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিমালা ২০১২' এর ভিত্তিতে কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বাছাই করবেন;

(খ) কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে গুনগত মানের ভিত্তিতে অনুদান প্রদানের জন্য মেধাক্রমানুসারে তালিকা প্রস্তুত করে চিত্রনাট্যের মূলকপিসহ একটি প্রতিবেদন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর জমা প্রদান করবেন;

(গ) কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করবেন;

(ঘ) সদস্য-সচিব কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৩০.১৪.৪২৯—২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মান সম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণের লক্ষ্যে অনুদান কমিটির কাজে সহায়তা প্রদানকল্পে অনুদান কমিটিভুক্ত একাধিক সদস্যের সমন্বয়ে সরকার নিম্নরূপভাবে **"পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান উপ-কমিটি"** গঠন করলেন:

আহবায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

(৩) জনাব মোরশেদুল ইসলাম, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব

(৪) ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য-সচিব

(৫) যুগ্মসচিব/উপ-সচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

২। **কমিটির কার্যপরিধি:**

(ক) পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির সভাপতির অনুমোদন/নির্দেশক্রমে উপ-কমিটির কার্যক্রম ও দায়িত্ব পরিচালনা;

(খ) সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণকালে রাশ প্রিন্ট দেখে নির্মাণাধীন চলচ্চিত্রের মান নিরূপণ এবং অনুদানের অর্থের কিস্তি ছাড়করণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(গ) পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রবিউল ইসলাম
উপ-সচিব।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
বাস্তবক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ শ্রাবণ ১৪২১/২১ জুলাই ২০১৪

নং **১৮.০১৭.০০৯.০০.১৫.০০১.২০১৪-১৪৪**—বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ সোনামসজিদ স্থলবন্দরের উন্নয়ন ও পরিচালনায় গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে উপদেষ্টা কমিটি পুনঃগঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়,

সদস্যবৃন্দ

(২) মাননীয় সংসদ সদস্য, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩

(৩) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(৪) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

(৫) মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা

(৬) বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

(৭) ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ

(৮) কমিশনার অব কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট, রাজশাহী

(৯) জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

(১০) পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

(১১) সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ

(১২) যুগ্ম শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

(১৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবগঞ্জ

(১৪) সভাপতি, এফ.বি.সিসি.আই, ঢাকা

(১৫) সভাপতি, বাংলাদেশ সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন, ঢাকা

(১৬) সভাপতি, সোনামসজিদ সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন

(১৭) সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রেসক্লাব

(১৮) সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

(১৯) সভাপতি, আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতি, সোনামসজিদ স্থলবন্দর

(২০) সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ

(২১) সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ট্রাক ও মটর শ্রমিক ইউনিয়ন

(২২) সভাপতি, সোনামসজিদ হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়ন

সদস্য-সচিব

(২৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা

এ উপদেষ্টা কমিটির কর্মপরিধি ও শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

কার্যপরিধি:

(ক) বন্দর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা;

(খ) বন্দর পরিচালন ও কর্মসম্পাদন (Performance) পর্যালোচনা এবং বন্দর ব্যবহারকারীদের সাথে বন্দরের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা;

(গ) বন্দর ব্যবহারকারী ও বন্দরের সাথে সম্পর্কিত সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা;

(ঘ) বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি ও সার্ভিসসমূহের পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করার পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা; এবং

(ঙ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সুপারিশকরণ;

শর্তাবলী:

(ক) সভাপতির নির্দেশনা অনুসারে উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে;

(খ) কমিটি প্রয়োজনানুযায়ী যে কোন ব্যক্তি বা কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অপট করতে পারবে;

(গ) কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে যেকোন সরকারি কর্মকর্তা ও বন্দরের যে কোন সদস্য/বিভাগ প্রধানকে বা অন্য কোন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে সভায় বিশেষজ্ঞ সার্ভিস প্রদানের জন্য উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবেদ আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ শ্রাবণ ১৪২১/১২ আগস্ট ২০১৪

নং **প্রম/৪এমই-৮/ছাড়পত্র/০৭/ডি-১২/২৯৪**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ০৫.১৭০.০২২.২০.০০.০৪৩.২০১০-১৪৩, তারিখ ৫ মে ২০১৩ এর আলোকে এমইএস-এর রাজস্ব খাতভুক্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদ সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠন করা হল:

আহবায়ক/সভাপতি

(১) পরিচালক, সেনাসদর, ই-ইন-সি'র শাখা

সদস্যবৃন্দ

(২) উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(৩) উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, ডি-১২ অধিশাখা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(৪) বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের একজন প্রতিনিধি (যদি সম্ভব হয়)

সদস্য-সচিব

(৫) উপ-পরিচালক/সমপর্যায়ের কর্মকর্তা, সেনাসদর, ই-ইন-সি'র শাখা

২। বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি গঠন সংক্রান্ত পূর্বে জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহের সংশোধনক্রমে এ আদেশ জারী করা হল।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

জি, এম, রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

বিজ্ঞাপন ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ শ্রাবণ ১৪২১/৭ আগস্ট ২০১৪

নং ৩৯.০৪.০০০০.০০৭.০৬.০০২.১০-৯৫—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এর অধীন বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)-এর "পরিচালনা বোর্ড" নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হ'লঃ

পরিচালনা বোর্ড
সভাপতি

(ক) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(খ) যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, ঢাকা।

(গ) যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(ঘ) যুগ্মসচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, ঢাকা।

(ঙ) যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(চ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

(ছ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকঃ অধ্যাপক ড. মোঃ মোবারক হোসেন, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকঃ অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খান, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা।

(ঞ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিজ্ঞান ও গবেষণা কাজে অবদান রয়েছে এরূপ তি (০৩) জন ব্যক্তিঃ

(i) অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

(ii) অধ্যাপক ড. মো. তারিকুল হাসান, রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(iii) অধ্যাপক ড. মোঃ জিয়াউর রহমান খান, ত.ই কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(ঠ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)।

২। “বাংলাদেশ ন্যাশানাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক) আইন, ২০১০” এর ধারা ৭ এ বর্ণিত বিধান অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হলো।

৩। পরিচালনা বোর্ডের সদস্যগণ “বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক) আইন, ২০১০” এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

৪। ক্রম (ট) এ বর্ণিত সরকার কর্তৃক মনোনীত বিজ্ঞান ও গবেষণা কাজে অবদান রয়েছে এরূপ সদস্যগণ তাদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন।

মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ শ্রাবণ ১৪২১/১৩ আগস্ট ২০১৪

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০০০.০০৬.১১-১৮০—১৯৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেজক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	২	৩	৪	৫
(১)	বাদুরতলা	১৮	গৌরনদী	বরিশাল
(২)	বাসুদেবপাড়া	৯৩	গৌরনদী	বরিশাল
(৩)	দেওপাড়া	১০০	গৌরনদী	বরিশাল
(৪)	আধুনা	১২১	গৌরনদী	বরিশাল
(৫)	সাহেবেরচর	১১৪	গৌরনদী	বরিশাল
(৬)	জঙ্গলপট্টী	৭০	গৌরনদী	বরিশাল
(৭)	নন্দনপট্টী	৩৯	গৌরনদী	বরিশাল
(৮)	কমলাপুর	২১	গৌরনদী	বরিশাল
(৯)	লক্ষণকাঠী	১০১	গৌরনদী	বরিশাল
(১০)	পূর্ব্ব গরঙ্গল	৮৫	গৌরনদী	বরিশাল
(১১)	মাহিলারা	৭৯	গৌরনদী	বরিশাল
(১২)	রাজারকাটী	২৮	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(১৩)	বড়চলিশা	৩৭	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(১৪)	লখাকাটী	৫৪	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(১৫)	মরিচাল	৬২	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(১৬)	বাঁশবাড়িয়া-হরিনা	৭১	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(১৭)	দেবরকাটী	২৭	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(১৮)	শিকদার মল্লিক গণকপাড়া	৩	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(১৯)	বাদুরা	৭৮	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(২০)	নন্দীপাড়া	১	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(২১)	সাতবাকেটীয়া	১৭	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(২২)	কলাখালী	২৬	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(২৩)	একপাই জুজখোলা	১৫	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(২৪)	কদমতলা	১৬	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(২৫)	বাবলাকুচবনিয়া	২৫	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
(২৬)	দরিচর ইকরবনিয়া	৭	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(২৭)	উমেদপুর	১৩	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(২৮)	রামচন্দ্রপুর	১৭	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(২৯)	চর টেঙ্গরাখালী	১০	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(৩০)	সেউতিবাড়িয়া	২১	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(৩১)	ইন্দুরকানী	২২	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(৩২)	বারৈখালী	২	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(৩৩)	ইকরবনিয়া	৩	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(৩৪)	দরিচর লাহুরী	৬	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(৩৫)	চর টগরা	৯	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(৩৬)	টগরা	১৪	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(৩৭)	দরিচর গাজিপুর	৫	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(৩৮)	দরিচর বারৈখালী	৮	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(৩৯)	টেঙ্গরাখালী	১১	জিয়ানগর	পিরোজপুর
(৪০)	চরখালী	৭	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর
(৪১)	বোথলা	১০	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর
(৪২)	দক্ষিণ চড়াইল	২৮	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর

১	২	৩	৪	৫
(৪৩)	সেকমা	৯০	ভোলা সদর	ভোলা
(৪৪)	পূর্ব্ব চর ইলশা	৪১	ভোলা সদর	ভোলা
(৪৫)	ধারিয়া	৩১	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
(৪৬)	ফাতেমাবাদ	৫৫	লালমোহন	ভোলা
(৪৭)	বাউরিয়া	৩৬	লালমোহন	ভোলা
(৪৮)	চরকালিদাস	১২	লালমোহন	ভোলা
(৪৯)	করিমগঞ্জ	৩৭	লালমোহন	ভোলা
(৫০)	চর নীল কমল	১৩	চরফ্যাশন	ভোলা

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৪.১৪-১৮১—১৯৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	জোগারদিয়া	৪৮	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(২)	বাউসখালী	৬২	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৩)	পৈলানপট্রি	২২৯	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৪)	চর ব্রাহ্মণপাড়া	৫৬	সদরপুর	ফরিদপুর
(৫)	কাটাগড়	১৪৯	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(৬)	সূর্য্যার্ঘ	১৬৬	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(৭)	সাঙ্গুড়া	১৪৭	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(৮)	ইন্দুরদী	৯	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(৯)	কাউন্নাইর	৭১	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(১০)	আড়কান্দী	৫৪	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(১১)	সাধুখালী	১২৫	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(১২)	সিলনা	১২৭	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(১৩)	ছোট গোপীনাথপুর	১২৩	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(১৪)	রঘুনাথপুর	১২৬	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(১৫)	সাদুল্লাপুর	১৩	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(১৬)	আশুতিয়া	৪২	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(১৭)	নাগরা	৬৪	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(১৮)	শম্ভুকাটি	৫৭	ডামুড্যা	শরীয়তপুর
(১৯)	নাংলা	৯	ডামুড্যা	শরীয়তপুর
(২০)	সরদার মামুদের চর	৩৬	শিবচর	মাদারীপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শিব্বির আহমদ উছমানী
সহকারী সচিব।

অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১

এলএ কেস নং ৪৯জি/১৯৭৭

ফরম ঘ

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ, ২২ শ্রাবণ ১৪২১/৬ আগস্ট ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪০.১৪-২৬১**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ২১-০৫-১৯৭৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা পাতিতপরল, জেএল নং-৯২, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
১৩৬৬	০.১২
১৩৭১	০.৩০
১৩৭৯	০.১৫
১৩৮১	০.০৪
	মোট=০.৬১ একর

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপসচিব।

এলএ কেস নং ০৩ জি/১৯৭৫

ফরম ঘ

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ, ২২ শ্রাবণ ১৪২১/৬ আগস্ট ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৬.১৪-২৬২**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ২৮-৬-১৯৭৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা শেরপুর, জেএল নং ১০৯, উপজেলাঃ শেরপুর, জেলা বগুড়া।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একর)
২০৯৫	০.২৩৫০
২০৯৭	০.১৪২৫
২০৯৮	৪.২৯০০
২০৯৯	০.৩৮৭৫
২১০০	০.৩০২৫
২১০১	০.১৭২৫
	সর্বমোট=৫.৫৩ একর।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপসচিব।

ঘ ফরম

এল এ কেস নং ২২/৭৪-৭৫

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২২ শাবণ ১৪২১/০৬ আগস্ট ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৫৭.১৪-২৬৩—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন ১৯৪৮ (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-০২-১৯৮১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রির্পোট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা ঃ চরভদ্রাসন, জে, এল নং ১৬৪, উপজেলা চরভদ্রাসন, জেলা ফরিদপুর।

এস এ খতিয়ান নং	এস এ দাগ নং		অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
	আংশিক	পূর্ণ	
১	২	৩	৪
১৮৫০	১০১৭০	-	০.২৪
১৮৫০	১০১৭১	-	০.২৫
৮৬২	১০১৭৩	-	০.৩৮
৫১২	১০১৭৪	-	০.৩৫
১৮৬৩	১০১৮১	-	০.৫১
১৮৬৩	১০১৮২	-	০.০৬
৫১২	১০১৮৪	-	০.০৭
৭৮৯	১০১৮৫	-	০.৫৬
১৬৭৭	১০১৮৭	-	০.৫৮
		মোট =	৩.০০ একর

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর এর এল এ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপসচিব।

ঘ ফরম

এল এ কেস নং ১০৪/৭৭-৭৮

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৩ ভাদ্র ১৪২১/১৮ আগস্ট ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৫.১৪-২৭৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন ১৯৪৮ (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-১২-১৯৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রির্পোট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা সাতগাড়া, জেএল নং ৯৪, থানা কোতয়ালী, জেলা রংপুর।

দাগ নং		হুকুম দখল/অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৩৩৫	আংশিক	০.০১
৩৩৮	পূর্ণ	০.৩৩
৩৩৯	আংশিক	০.০৩
৩৪১	,,	০.২৫
৩৪২	পূর্ণ	০.৪৭
৩৪৩	,,	০.৪৯
৩৪৪	,,	০.৩১
৩৪৫	,,	০.১০
৩৪৬	আংশিক	১.৭০
৩৪৮	,,	০.০৭
৩৪৯	পূর্ণ	০.২৭
৩৫০	আংশিক	০.২৫
৩৫২	,,	০.১০

দাগ নং		হুকুম দখল/অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৪৯৭	আংশিক	০.০৩
৪৯৮	,,	০.০৭
৪৯৯	,,	০.২০
৫০১	পূর্ণ	০.৩৬
৫০২	,,	০.১৬
৫০৩	,,	০.১৫
৫০৪	,,	০.৪৮
৫০৫	,,	০.২৬
৫০৬	,,	০.৫২
৫০৭	,,	০.৫০
৫০৮	,,	০.৫২
৫১০	আংশিক	০.১৩
৫১২	আংশিক	০.০৮
৫১৩	পূর্ণ	০.০৮
৫১৪	,,	০.০৮
৫১৫	,,	০.১৫
৫১৬	আংশিক	০.২৬
৫২৮	,,	০.১৯
৫৩০	,,	০.০১
৫৯০	পূর্ণ	০.০৬
৫৯১	পূর্ণ	০.১২
৫৯৬	আংশিক	০.১০
১১৩৮	আংশিক	০.০৪
১১৪২	,,	০.০২
১১৪৫	,,	০.১৫
১১৪৬	পূর্ণ	০.১৩
১১৪৭	,,	০.২৬
১১৪৮	,,	০.১৬
১১৪৯	,,	০.৪৯
১১৩৫	আংশিক	০.২৫
১১৫১	পূর্ণ	০.১০
১১৫২	আংশিক	০.০১
১১৭৪	,,	০.১২
১১৭৫	পূর্ণ	০.১৯
১১৭৬	আংশিক	০.১৬
১১৭৭	পূর্ণ	০.১৭
১১৭৮	,,	০.১৯
১১৭৯	,,	০.১৯
১১৮০	,,	০.৩৫
১১৮১	,,	০.৫৯
১১৮২	,,	০.২৫

দাগ নং		হুকুম দখল/অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১১৮৩	পূর্ণ	০.৫৭
১১৮৪	,,	০.০৮
১১৮৫	,,	০.৩৬
১১৮৬	,,	০.৫১
১১৮৭	,,	০.৬৯
১১৮৮	,,	০.৫৬
১১৮৯	,,	০.৭৩
১১৯০	আংশিক	০.৫২
১১৯১	,,	০.৩৯
১১৯২	পূর্ণ	০.৪৩
১১৯৩	আংশিক	০.১২
১১৯৬	,,	০.০৫
১১৯৮	পূর্ণ	০.৪০
১১৯৯	আংশিক	০.৪১
১২০০	,,	০.২২
১২০১	,,	০.০৩
১২০৪	,,	০.১৫
১২০৫	পূর্ণ	০.১৭
১২০৬	পূর্ণ	০.১৮
১২০৭	পূর্ণ	০.৩৩
১২০৮	আংশিক	০.০৭
১২০৯	পূর্ণ	০.১৯
১২১০	আংশিক	০.১৩
		মোট = ২০.০০ একর

জমির নক্সা রংপুর জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপ-সচিব।

এল, এ কেস নং ৭ (বি) ৭৮-৭৯

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৫ আগস্ট ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৪.১৪-১৯১—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১২-১২-১৯৭৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ৫৮ নং,খাগরাখানা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
১০৪, ১১১, ১৭১, ২১১,	৫৬১	আংশিক	০	১২
১০৪, ১১১, ১৭১, ২১১	৫৬২	,,	০	২২
৬১	৫৬৩	পূর্ণ	০	১২
৬১	৫৬৪	আংশিক	০	৪০
১০৪, ১১১, ১৭১, ২১১	৫৬৫	পূর্ণ	০	১৫
২১৪	৫৬৬	,,	০	১০
১০৪, ১১১, ১৭১, ২১১	৫৬৭	,,	০	১০
২১৪	৫৬৮	আংশিক	০	১২
১০৪, ১১১, ১৭১, ২১১	৫৬৯	,,	০	১৮
	সর্বমোট জমির পরিমাণ ১.৫১ একর			

জমির নক্সা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রম

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল, এ কেস নং ৬(বি)/৭৮-৭৯

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১১ আগস্ট ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৪-১৯৪**—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি/(জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১২-১২-১৯৭৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ৭৩ নং, হদুয়া।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
২১৩	১০২৯	আংশিক	০	০৯
২১৩	১০৩০	,,	০	১৯
১৫৪	১০৩১	,,	০	১২
৬১	১০৩২	পূর্ণ	০	২১
৫৫	১০৩৩	আংশিক	০	১৩
সর্বমোট জমির পরিমাণ = ০.৭৪ একর				

জমির নক্সা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রম

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল, এ কেস নং ২১৮(বি)/৭৭-৭৮

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১১ আগস্ট ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯২.১৪-১৯৫**—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি/(জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৫-০৪-১৯৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ১২৩ নং, ভাঙ্গাদেউলা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
১০৪, ১৪৯, ১৫০, ১৬৫	৪০২	আংশিক	০	০৩
১৬৭	৪০৩	,,	০	০৭
১০৫, ১৮২	৪০৬	,,	০	০৮
১৬৪	৪০৮	,,	০	১৪
১৩৯	৪৩২	,,	০	০৬

১	২	৩	৪	৫
১০২	৪৩৩	,,	০	০১
১৫১	৪৩৪	,,	০	০১
সর্বমোট জমির পরিমাণ = ০.৪০ একর				

জমির নক্সা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল, এ কেস নং ১১(জিই)/১৯৭৬-১৯৭৭

ঘোষণাপত্র

ফরম নং ঘ

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১১আগস্ট ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯১.১৪-১৯৬—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি/(জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা মোতাবেক দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

মৌজা লেমুয়া, জেএল নং ০৪, সিট নং ০৪, উপজেলা পাথরঘাটা, জেলা বরগুনা

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৬৩	৩১৭৪	০.৫১	০.৫১
৬৩	৩১৭৫	০.৭৭	০.৪২
২০৪, ৫৪০, ১১৬১	৩১৭৭	০.৭৬	০.৫৫
৬৩	৩১৭৮	০.৯২	০.৬০
১১১২	৩১৭৪ ৩৫৪৭	০.৫০	০.৫০
২০৪, ৫৪০, ১১৬১	৩১৭৯ ৩৫৪৮	০.২৮	০.০৬
২০৪, ৫৪০, ১১৬১	৩১৭৯ ৩৫৪৯	০.১৯	০.১২
২০৪, ৫৪০, ১১৬১	৩১৭৯ ৩৫৫০	০.৩৪	০.২৪

মোট জমির পরিমাণ-৩.০০ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন ৩(শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ আগস্ট ২০১৪/৩ ভাদ্র ১৪২১

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.২৭.১৭৮.১১-১০৬—তারিখ ২৯-০৫-২০১১ খ্রিঃ যেহেতু, আপনি বেগম লুনা শবনম, প্রাক্তন সিনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রকল্প (চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা উক্ত পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় বিনা অনুমতিতে ০৫-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার পর ১৬-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পারিবারিক কারণে ১(এক) মাসের এলএপি ছুটির আবেদন করেন। পরবর্তীতে ২৬-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ঢাকার একজন প্রাইভেট ডাক্তারের ০৫-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সনদের ফটোকপি সংযুক্ত করে ২ মাসের ছুটির আবেদন করেন। আপনি ঢাকায় অবস্থান করা সত্ত্বেও রাজশাহীর প্রাইভেট ডাক্তারের ০৫-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের অসুস্থতার সনদের ফটোকপি সংযুক্ত করে ৮ সপ্তাহের বিশ্রামের বিপরীতে তিন মাসের ছুটির আবেদন করেন এবং একই ডাক্তারের ০৩-০৮-২০০৯খ্রিঃ এবং ২১-১১-২০০৯ তারিখের অসুস্থতার সনদ সংযুক্ত করে যথাক্রমে ০৩-৮-২০০৯ খ্রিঃ ও ২২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ৩ মাস ও ১২ সপ্তাহের ছুটির আবেদন করেন। আপনি রেলওয়ে কলোনীতে বাস করা সত্ত্বেও কখনও আজিমপুর কলোনী আবার কখনো সিরোইল, রাজশাহীর ডাক্তারের অসুস্থতার সনদের ফটোকপি সংযুক্ত করে ছুটির আবেদন করেছেন। অথচ আজ পর্যন্ত রেলওয়ে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেননি বা রেলওয়ে ডাক্তারের অসুস্থতার সনদসহ ছুটির আবেদন করেননি যা গ্রহণযোগ্য নহে। এতদিন অসুস্থতার পর রেলওয়ে ডাক্তারের পরামর্শক্রমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরও পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই।

২। যেহেতু, আপনি বেগম লুনা শবনম ০৫-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী আপনার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলে উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ডাক বিভাগ হতে আপনাকে না পাওয়ায় বিনা জারিতে ফেরত আসে। ০৫-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অনুপস্থিত থাকার কারণে অদ্যাবধি আপনার নিজ কর্মে যোগদান করেননি কিংবা কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ না করে ০৫-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে নিজ কর্মে অনুপস্থিত রয়েছেন;

৩। যেহেতু, আপনি বেগম লুনা শবনম, প্রাক্তন সিনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রকল্প (চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা এর এহেন আচরণ কর্তৃপক্ষের আদেশ অবজ্ঞাকরণ ও কর্তব্যে চরম অবহেলার শামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) এবং ৩(সি) বিধি মোতাবেক কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে নিজকর্মে অনুপস্থিত থাকা এবং 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে আপনাকে এ বিভাগের ২৯-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ১০৬ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা জারিপূর্বক ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; যা আপনার স্থায়ী এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

৪। যেহেতু, আপনি বেগম লুনা শবনম, প্রাক্তন সিনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রকল্প (চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব সৈয়দ জহুরুল ইসলাম, পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে কে গত ০৩-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা আপনার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে

০৫-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেছেন;

৫। যেহেতু, আপনি বেগম লুনা শবনম, প্রাক্তন সিনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রকল্প (চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের কোনরূপ জবাব প্রদান না করায় এবং তদন্ত কর্মকর্তার তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৫) এবং ৭(৬) বিধি মোতাবেক তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণপূর্বক কেন চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হবে না সে মর্মে ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য গত ০৬-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১৪নং স্মারকমূলে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়, যা গত ২৯-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ 'দৈনিক যুগান্তর' ও 'The Daily Star' প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তথাপি আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব দাখিল করেননি এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজকর্মে অনুপস্থিত রয়েছেন;

৬। যেহেতু, আপনি বেগম লুনা শবনম, প্রাক্তন সিনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রকল্প (চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা এর নিকট হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক কোন জবাব না পাওয়ায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩) (ডি) বিধি অনুযায়ী আপনাকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার লক্ষ্যে একই বিধিমালার ৭(৭) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ/মতামত চাওয়া হলে আপনাকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' শাস্তি আরোপের এ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে সরকারি কর্ম কমিশন বিগত ১৫-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ২০২ নং স্মারকে একমত পোষণ করা হয়;

৭। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত পাওয়ার পর আপনি বেগম লুনা শবনম কে চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ এর প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়;

৮। এক্ষণে, সেহেতু, আপনি বেগম লুনা শবনম, প্রাক্তন সিনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রকল্প (চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা কে কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে বিনানুমতিতে নিজকর্মে অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ০৫-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' (Dismissal from service) করা হলো।

৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ শ্রাবণ ১৪২১/২০ জুলাই ২০১৪

নং প্রাগম/অভিযোগ-২/১০(অংশ)/৪৫৯—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, খানসামা, দিনাজপুর ১৪-০৬-২০১৪ তারিখ উক্ত উপজেলায় যোগদান করেন।

যেহেতু, খানসামা উপজেলার শিক্ষকরা উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ আব্দুস সালামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে গেলে তিনি মাননীয় মন্ত্রীর নামে কটুক্তি ও তাচ্ছিল্য করেন;

যেহেতু, একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার মুখে এ ধরনের কটুক্তি গুরুতর অপরাধ, বিধায় উক্ত কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, বি. এস. আর পার্ট-১ রুল ৭৩ এর নোট-২, মোতাবেক জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, খানসামা, দিনাজপুর-কে ২০ জুলাই, ২০১৪ তারিখ হতে সমায়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ শ্রাবণ ১৪২১/২০ জুলাই ২০১৪

নং প্রাগম/অভিযোগ-২/১০(অংশ)/৪৫৯—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, খানসামা, দিনাজপুর ১৪-০৬-২০১৪ তারিখ উক্ত উপজেলায় যোগদান করেন।

যেহেতু, খানসামা উপজেলার শিক্ষকরা উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ আব্দুস সালামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে গেলে তিনি মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নামে তাচ্ছিল্য ও কটুক্তি করেন;

যেহেতু, উপজেলা শিক্ষা অফিসারের এহেন আচরণে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ায় উক্ত উপজেলার শিক্ষকদের পক্ষে ৫৮ জন শিক্ষক তার অশালীন ও অশোভনীয় কথাবার্তা এবং বিভিন্ন দুর্নীতি উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সালাম ইতঃপূর্বে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১০ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৬/২০১৩/২২৫ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তার একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এক বছরের জন্য স্থগিতের লঘুদণ্ডে দণ্ডিত হন,

যেহেতু, তাকে ইতঃপূর্বে বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করা সত্ত্বেও তার আচরণের কোন পরিবর্তন না হওয়ায় এবং একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসাবে পুনরায় এ ধরনের ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ করায় উক্ত কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, বি. এস. আর পার্ট-১ রুল ৭৩ এর নোট-২, মোতাবেক জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, খানসামা, দিনাজপুর-কে ২০ জুলাই, ২০১৪ তারিখ হতে সমায়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়

স্বশাসিত সংস্থা বিসিক শাখা

আদেশ

তারিখ, ২০ শ্রাবণ ১৪২১/৪ আগস্ট ২০১৪

নং ৩৬.০৬৫.০১৫.০০.০০.১০৫.২০১৪-২৭৫—আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত নিম্নবর্ণিত ১২(বার) ক্যাটাগরির ৫৩(তিপ্পান্ন) টি অস্থায়ী পদ ০১-০৬-২০১৪ তারিখ হতে স্থায়ীকরণের সরকারি আদেশ নিম্নোক্ত শর্তে জারি করছি ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতনস্কেল	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
(১)	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	০১(এক) টি	২২,২৫০—৩১,২৫০/- (৫ম গ্রেড)	
(২)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১(এক) টি	১১,০০০—২০,৩৭০/- (৯ম গ্রেড)	
(৩)	সহকারী প্রকৌশলী	০১(এক) টি	১১,০০০—২০,৩৭০/- (৯ম গ্রেড)	
(৪)	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১(এক) টি	৬৪০০—১৪,২৫৫/- (১১তম গ্রেড)	
(৫)	হিসাব সহকারী	০৩(তিন) টি	৫২০০—১১,২৩৫/- (১৪তম গ্রেড)	
(৬)	বিক্রয় সহকারী	০২(দুই) টি	৪৯০০—১০,৪৫০/- (১৫তম গ্রেড)	
(৭)	দক্ষ তাঁতী	১২(বার) টি	৪৪০০—৮,৫৮০/- (১৮ তম গ্রেড)	
(৮)	মুদ্রাক্ষরিক	০৩(তিন) টি	৪৭০০—৯,৭৪৫/- (১৬ তম গ্রেড)	
(৯)	গাড়ী/স্পীডবোর্ড চালক	০২(দুই) টি	৪৭০০—৯,৭৪৫/- (১৬ তম গ্রেড)	
(১০)	হেলপার	১২(বার) টি	৪১০০—৭,৭৪০/- (২০ তম গ্রেড)	
(১১)	নিরপত্তা প্রহরী	১১(এগার) টি	৪১০০—৭,৭৪০/- (২০ তম গ্রেড)	৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ৫০ নং পরিপত্র অনুসারে পরিবর্তিত পদনাম
(১২)	অফিস সহায়ক	০৪(চর) টি	৪১০০—৭,৭৪০/- (২০ তম গ্রেড)	৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ৫০ নং পরিপত্র অনুসারে পরিবর্তিত পদনাম
	মোট =	৫৩(তিপ্পান্ন) টি		

শর্তসমূহ ঃ

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ নং স্মারকে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে;

(খ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর বিদ্যমান টিওএন্ডই তে অস্থায়ী পদগুলি স্থায়ী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং টিওএন্ডই হালনাগাদ করে তার একটি কপি অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

(গ) এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওএন্ডএম ম্যানুয়েলে বর্ণিত অন্যান্য বিধি-বিধান/আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২। পদস্থায়ীকরণের ও সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা করা হলো।

মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ, ১৮ আষাঢ় ১৪২১/০২ জুলাই ২০১৪

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.০৪.০৬১.১৪.৩৫০—যেহেতু, জনাব শেখ মুহাম্মদ সুজাউদ্দিন রাশেদ, সমাজসেবা অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত), শহর সমাজসেবা কার্যালয়, মাগুরা (অতিরিক্ত দায়িত্ব উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, শ্রীপুর, মাগুরা) কে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১, আমলী আদালত, মাগুরা ০২-১২-২০১২ তারিখের আদেশে সিআর নং ২৩২ মামলার তদন্তভার প্রদান করেন;

যেহেতু, তিনি আদালতে হাজির না হওয়ায়, কোন কারণ না দর্শানো বা অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় আদালত অবমাননার দায়ে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১, আমলী আদালত, মাগুরা কর্তৃক তাঁকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৫ ধারা মোতাবেক তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। তিনি ০৪-০৩-২০১৪ তারিখ আদালতে উপস্থিত হলে বিজ্ঞ আদালত তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেন।

যেহেতু, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৩-২০১৪ তারিখের ৪১.০০.০০০০.০৩৬.০৪.০৬১.১৪.৩০৫

নং স্মারকমূলে তাঁকে চাকুরী হতে 'সাময়িকভাবে বরখাস্ত' করা হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চালু করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১২-০৫-২০১৪ তারিখের ৪১.০০.০০০০.০৩৬.০৪. ০৬১.১৪.৩৩৬ নং স্মারক যোগে তাঁকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। তিনি যথারীতি জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ১৭-০৬-২০১৪ তারিখে তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। শুনানীতে তিনি বলেন বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১, আমলী আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মাগুরায় আপীল (ফৌজদারী) আপিল-২৭/২০১৪) দায়ের করায় বিজ্ঞ আপীল আদালত তাঁকে অভিযোগের দায় হতে খালাস প্রদান এবং নিম্ন আদালতের রায় রদ রহিত ও বাতিল করেন। তিনি শুনানীতে আপীলের রায় উপস্থাপন করেন। শুনানীতে তিনি তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল না করার অঙ্গিকার করেন;

সেহেতু, বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মাগুরা'র আপীলের (ফৌজদারী আপিল-২৭/২০১৪) রায়, শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং সার্বিক দিক পর্যালোচনায় জনাব শেখ মুহাম্মদ সুজাউদ্দিন রাশেদ, সমাজসেবা অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত), শহর সমাজসেবা কার্যালয়, মাগুরা কে (অতিরিক্ত দায়িত্ব-উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, শ্রীপুর, মাগুরা) তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো ঃ

(ক) এ মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৩-২০১৪ তারিখের ৪১.০০. ০০০০.০৩৬.০৪.০৬১.১৪.৩০৫ নং স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো এবং তাঁকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হলো;

(খ) তাঁর সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীনসময় বিএসআর ১ম খন্ডের ৭২(এ) বিধি মোতাবেক ১৮-০৩-২০১৪ তারিখ হতে চাকুরীতে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে;

(গ) তিনি চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালে গৃহিত খোরপোষ ভাতা সমন্বয় সাপেক্ষে বিধি মোতাবেক বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন; এবং

(ঘ) তিনি ভবিষ্যতে আদালতের যে কোন আদেশ, নির্দেশনা এবং নোটিশ আলাদাভাবে ডাক ফাইলে সংরক্ষণ করবেন এবং প্রতিদিন কর্ম শুরুর আগে ডাক ফাইল অবলোকন করবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাছিমা বেগম এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ২৪ আগস্ট ২০১৪

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৩১.২০১৪-২৭৩—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ আসিবুল আহসান চৌধুরী (১২৫২৭৯), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারী পদের বিপরীতে), শাহরাস্তি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চাঁদপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৯-০৮-২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

এক্ষণে, ডাঃ মোহাম্মদ আসিবুল আহসান চৌধুরী (১২৫২৭৯), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, সার্জারী পদের বিপরীতে), শাহরাস্তি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চাঁদপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) (এ) বিধি মোতাবেক তাঁকে তিরস্কার (Censure) ও ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০২৯.২০১৪-২৭৪—যেহেতু, ডাঃ মোঃ নুর উদ্দিন (১২৫৫৪৮), মেডিকেল অফিসার, কুমিরা ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৯-০৮-২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

এক্ষণে, ডাঃ মোঃ নুর উদ্দিন (১২৫৫৪৮), মেডিকেল অফিসার, কুমিরা ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) (এ) বিধি মোতাবেক তাঁকে তিরস্কার (Censure) করা হল এবং ভবিষ্যতে কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য সতর্ক করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৬ আগস্ট ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৩-২৩৮—খুলনা জেলার কয়রা থানার জিডি নং ৪১, তারিখ ২-৫-২০১৪ খ্রিঃ মূলে গত ০২-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে দিবাগত রাত্র অনুমান ০১.৪৫ ঘটিকার সময় কয়রা থানাধীন কালনা মাদ্রাসা চত্বরে জামায়াত শিবির এর জনৈক মোঃ তমিজউদ্দিন সানা (৮৫), পিতা মৃত দেলোয়ার হোসেন সানা, সাং দেয়াড়া, থানা কয়রা, জেলা খুলনা গং অজ্ঞাতনামা ৪০/৫০ জন নেতা কর্মী যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তির বিষয় এবং সরকার

ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল কুটক্তি, আপত্তিকর অশোভনীয় বক্তব্য প্রদান ও তদন্তকারী কর্মকর্তাদের হত্যাসহ সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা করে। আসামীদের এহেন কার্যক্রম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার সামিল যা পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ধারা ১২০-খ ও ধারা ১২৪-ক এর অপরাধ। উক্ত অপরাধ সংঘটনের কারণে আসামিগণের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০, এর ধারা ১২০-খ এবং ধারা ১২৪-ক তে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে অফিসার ইনচার্জ, কয়রা থানা, জেলা খুলনাকে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৯৬-এ ও ১৯৬ এর অধীন সরকারের অনুমোদন এতদ্দ্বারা নির্দেশক্রমে প্রদান করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৬.১৩-২৪২—খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার জিডি নং ১০৭০, তারিখ ২৮-০৬-২০১৪ খ্রিঃ মূলে গত ২৮-০৬-২০১৪ তারিখ রাত আনুমানিক ২৩.২০ ঘটিকার সময় ধৃত মোঃ কবির হোসেন কবু মোল্লা (৪০), পিতা আলহাজ্ব আফসার উদ্দিন মোল্লা, সাং দেয়ানা মোল্লাপাড়া, থানা দৌলতপুর, জেলা খুলনা তার দলের লোকজন নিয়ে এই থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনসহ বড় ধরণের নাশকতামূলক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা, সরকারের প্রতি ঘৃনা ও অবজ্ঞা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কথা ও কর্মকান্ড দ্বারা বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রাক্কালে খুলনার দৌলতপুর বি এল কলেজ গেটের পার্শ্বে একটি বিল্ডিং এ দলের লোকজন নিয়ে অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকাকালে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা পুলিশের উপস্থিতি দেখতে পেয়ে পালিয়ে যায়। ধৃত মোঃ কবির হোসেন তাঁর কথাবার্তা ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ড দ্বারা জনসাধারণের মনে বিদ্বেষ, শত্রুতা এবং ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধ করেছেন। তার এহেন কার্যক্রম রাষ্ট্রদ্রোহীতার সামিল যা পেনাল কোড ১৮৬০, এর ১২৪-ক ধারায় অপরাধ। বর্ণিত অবস্থায়, উল্লিখিত আসামির বিরুদ্ধে পেনাল কোড ১৮৬০, এর ধারা ১২৪-ক তে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে অফিসার ইনচার্জ, দৌলতপুর থানা, জেলা খুলনাকে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৯৬ এর অধীন সরকারের মঞ্জুরী এতদ্দ্বারা নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ শ্রাবণ ১৪২১/২২ জুলাই ২০১৪

নং পউসবি/প্রশাঃঅধিশাখা-২/স-৮৬/২০০৯(অংশ-২)-৩৭৩—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ৪(ক) ধারায় সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনস্বার্থে অগ্রণী ফাইন্যান্স এন্ড কর্মাস মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ সংক্রান্ত সমবায় সমিতি আইনের ১৮(৭) ধারার বাধ্যবাধকতা হতে নিম্নেবর্ণিত শর্তে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল ঃ

শর্তাবলী

(১) বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ঢাকা এর আদেশ নং ৪৭.৬১.০০০০.২০১.৩৩.৮৪৬.০৮.৭০১, তারিখ, ০২-০৩-২০১৪ মূলে গঠিত অগ্রণী ফাইন্যান্স এন্ড কর্মাস মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ১৯-০৬-২০১৪ তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য কার্যকর থাকবে;

(২) অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটিকে এ বর্ধিত মেয়াদকালের মধ্যে অগ্রণী ফাইন্যান্স এন্ড কমার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের আমানতের অর্থ ফেরত প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এ বর্ণিত নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা অনুসরণপূর্বক নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করতে হবে;

(৩) ১৯-০৬-২০১৫ তারিখের পরে এ অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ আর কোনভাবেই বৃদ্ধি করা হবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুল মজিদ
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১৬ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৪৩.১৪-১২২৫—কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ জমসের আহাম্মদ খন্দকার (৪৫৬৩) গত ১৭ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি. তারিখ শুক্রবার সকাল ১০.৪৫ টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার মিরপুরস্থ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি .... রাজিউন)।

২। মরহুম মোঃ জমসের আহাম্মদ খন্দকার ০৮ মার্চ ১৯৬২ খ্রি. তারিখ ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ খ্রি. তারিখ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ০৮-০২-২০১২ খ্রি. তারিখ সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন।

৩। মরহুম মোঃ জমসের আহাম্মদ খন্দকার দীর্ঘ চাকরি জীবনে একজন কর্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান ও মিষ্টভাষী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম মোঃ জমসের আহাম্মদ খন্দকার এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি অকৃত্রিম সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ নভেম্বর ২০১৪

নং ৩০.০০.০০০০.০১৫.১৮.০২৪.২০০৩-৯৪৬—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মাহমুদ হোসেন, এনডিসি, পিএসসি এর স্থলে বর্তমান চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম সানাউল হক, এনডিসি, পিএসসি (বিডি/৭৪০০),জিডি(পি)-কে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিলেন।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ২৮ অক্টোবর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-১২/২০০০-৫০৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন, পিতা মোঃ বাহাজ উদ্দিন, মাতা মোছাঃ জহুরা বেগম, গ্রাম সূর্য্যনগর, ডাকঘর সূর্য্যনগর, উপজেলা বকশীগঞ্জ, জেলা জামালপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার ৫নং বকশীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন এলাকার জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

মোহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।